Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

৪৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৫শে শ্রাবণ বুধবার ১৩৬৭ ইংরাজী 10th Aug. 1960 | ১৩শ সংখ্যা

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

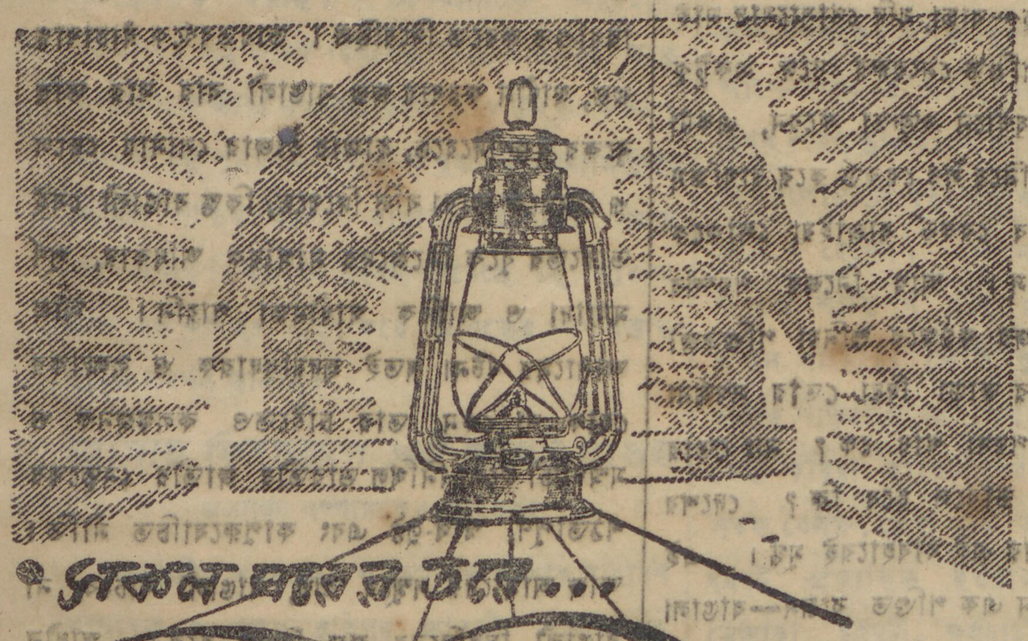

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত

জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৬৭ সাল।

লোক-সভা, বিধান-সভা বিধান-পরিষদ

—•—

আসামীদের পক্ষ সমর্থনে জহর-পন্থ কোম্পানি যা আরম্ভ করেছে তাতে লোকসভাকে শোকসভায় পরিণত হ'তে হয়েছে। বিধান সভা যা ক'রে বিধান বাবু, বিধান পরিষদে দুই একজন বাধা বিঘ্ন আছে, তা ছাড়া সবই যেন কর্ত্তাভজার দল। কর্ত্তাভজার দল আগে এই কলকাতায় ছিল। পাঁচালীকার স্বনামধন্য ৺দাশরথি রায় মহাশয় তার রেকর্ড রেখে গিয়েছেন। একটি মাত্র ছড়ায় তিনি কর্ত্তাভজা দলের তুলনা দিয়ে গেছেন। যত সব বিধানমণ্ডলী আছে—প্রায় সবটাতেই শতকরা নিরানব্বই জন সদস্যই পোঁ ধরা। মা-ভোটেশ্বরীর কৃপা যার উপরে হয় সে সামান্য আক্ষরিক হ'য়েও ভোটে কৃতবিদ্য ব্যক্তিকে নির্ব্বাচনে পরাজিত করে কর্ত্তার পোঁ ধরে বৎসরের পর বৎসর চালিয়ে স্বাধীন ভারতে এক নাগাড়ে এই চৌদ্দ বৎসরই নির্ব্বাচনে কেল্লা ফতে করে আসছে। এই যে বর্ত্তমান সময়ে দিল্লীর লোকসভায় আসামের অমানুষিক বর্ব্বরতার ব্যাপার নিয়ে মুলতুবীর প্রশ্ন উঠলো, এক মা মরা বাপ খেদা বাংলা মায়ের দামাল ছেলে শ্রীমান্ ত্রিদিব চৌধুরী ছাড়া আর কেউ মুলতুবী প্রস্তাব নাকচ হওয়ার পরই জহর-পন্থ কোম্পানির মুখের উপর নগদ শুনিয়ে সভা হইতে বাহির হইয়া যান নাই। সোনার চাঁদ ছেলে যখন ভাল কথা বাহির হয়নি, তখন থেকে তার আপত্তিজনক কথায় সায় দেওয়া অভ্যাস করেনি। ছোট্ট ছেলে মা নাই, বিমাতা মুড়ি দিয়েছেন খেতে একটি পেঞ্জির বাক্সের ডালায়। বাছা আনন্দ করে তাই খাচ্ছে। একজন ভদ্রলোক তাকে বল্লে তার ডাকনাম ধরে—বাবা, তোর মুড়ি খাওয়া থালাটি তো বেশ। উত্তর এলো কাকা বাবু, ভাল থালায় মুড়ি বুঝি খুব মিষ্টি লাগে খেতে? "এ বাটিটা যদি হারায় কোন ভয় নাই। ভাল থালা বা বাটি যদি হারিয়ে যাই, কাকা বাবু, মার পড়বে আমার পিঠে না তোমার পিঠে?" সঙ্গে সঙ্গে কাকা বাবুকে প্রশ্ন করলে "কাকা বাবু, আর সব কাকা বাবুর গায়ে জামা আছে, পায়ে জুতো আছে তোমার নাই কেন? কাকা বাবু কি উত্তর দিবেন খুঁজে পেলেন না। সেই ত্রিদিব চৌধুরী আজ লোকসভায় মুলতুবী প্রস্তাব না মঞ্জুর হ'তে যাদের অর্থাৎ জহর-পন্থ কোম্পানির সামনে একাকী দল বাঁধিয়া সভা কক্ষের আক্কেল গুড়ুম করিয়া চম্পট দিলেন। অবশ্য অনেক সদস্য তার অনুগমন করলেন। তবে তাঁর সঙ্গে কারো রিহার্স্যাল দেওয়া ছিল না। কাগজে কতবার তাঁর এই রকম মৌলিক চাল চলনের কথা দেখিয়াছি। গোয়ার গোঁয়ারতুমির জন্য মনে মনে তার কষ্টের জন্য বেদনা অনুভবও করিয়াছি। একথাও মনে করেছি—বাছা, যদি খোসামোদ নাই করতে পারিস্ যদি পণ্ডিত নেহেরুর সঙ্গে একটুকু সদ্ভাব রেখে তিনি যেখানে বক্তৃতা করেন, একটা টেপরেকর্ড করা যন্ত্র নিয়ে সব রেকর্ড করে রাখতিস্ মাঝে মাঝে সেই সব রেকর্ড বাজাইয়া লোককে আনন্দ দান করতিস্। আর নিজের পরস্পর বিরোধী ভাষণ, নিজের কণ্ঠস্বরে শুনিয়া পণ্ডিতজী তোর সামনে নোটের তাড়া দিয়া তোর সম্বর্দ্ধনা করতেন। তোর পয়সা খায় কে? নাঃ তোর ভাগ্যে নাই, আমরা ভাবলে হবে কি? দেশের লোকে কিন্তু ত্রিদিবের এই ব্যবহারেই মুগ্ধ। এই লোকসভা ত্যাগ শুনে এক পণ্ডিত বল্লেন—বাঙালা মায়ের ছেলে একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি—নচতারাগণৈরপি। বাঙলার মান রেখেছেন ত্রিদিব চৌধুরী মীরজাফরী জেলা মুর্শিদাবাদের মান রেখেছেন শ্রীমান্ ত্রিদিব।

—•—

আমাদের আপত্তি

গত রবিবার ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের সভার নির্দ্দেশমত শোকচিহ্ন স্বরূপ কালাক্ষিতা বাঁধায় আমাদের ঘোর আপত্তি আছে। এই পদ্ধতিটি বিধর্ম্মী বৈদেশিক প্রথা আমরা আমাদের অশৌচ অবস্থায় যেমন পাদুকাহীন পদে ভ্রমণ করি, এই শোকচিহ্ন স্বরূপ নগ্ন পদে থাকিব। পরিধেয় বস্ত্রের খোঁটে চাবি বাঁধিব। নিরামিষ খাইয়া থাকিব।

—•—

১৫ই আগষ্ট জাতীয় শোক ও সঙ্কল্প দিবসরূপে পালনের আবেদন

আগামী ১৫ই আগষ্ট জাতীয় শোক ও সঙ্কল্প দিবসরূপে পালনের জন্য পশ্চিম বঙ্গ সংযুক্ত পুনর্গঠন পরিষদের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত আবেদন প্রচার করা হইয়াছে :—

১৫ই আগষ্ট একটি স্মরণীয় দিন নিঃসন্দেহ। ঐ দিন ভারতের স্বাধীনতার জন্য বাঙালী তাদের বুকের রক্ত দিয়ে গড়া, তাদের প্রিয় বঙ্গভূমিকে দ্বিখণ্ডিত করতে দিয়েছিল। ভারতবর্ষকে বাঁচাবার জন্য, স্বাধীন করবার জন্য বাঙালী বার বার তার বুকের রক্ত দিয়েছে, হাজার হাজার সোনার ছেলে ও মেয়েকে তারা বলি দিয়েছে, কিন্তু বাঙালী সেই ভারতের বুকে নিজেদের নাগরিক অধিকার, পূর্ণ মর্য্যাদা ও আর্থিক স্বাধীনতা পায়নি। আজ আসামের ঘটনা যতই হৃদয়বিদারক ও লজ্জাকর হোক না কেন, তার চাইতেও কলঙ্কজনক ও মর্ম্মঘাতী হলো নিখিল ভারতীয় জাতীয় নেতৃত্বের শঠতাপূর্ণ, স্বার্থ-দুষ্ট এবং কাপুরুষোচিত নীতি। আজ আমাদের সম্মুখে প্রশ্ন, বাঙালী বাঁচবে, না বাঙালী চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হবে। স্বাধীন ভারতে জাতি হিসাবে বাঙালীর সমান মর্য্যাদা নিয়ে বাস করবার অধিকার আছে কিনা, এই প্রশ্নই আজ আমাদের প্রত্যেকের মনে গভীরভাবে দেখা দিয়েছে। সেইজন্য আগামী ১৫ই আগষ্ট সমগ্র বাঙালীর শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে নূতনভাবে সঙ্কল্প গ্রহণ করবার দিন। সুতরাং ১৫ই আগষ্ট কেন্দ্রীয় ও আসাম সরকারের ভারতের ঐক্য-বিরোধী নীতির প্রতিবাদে "জাতীয় শোক ও সঙ্কল্প দিবস"-

রূপে পালনের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কার্য্যসূচী গ্রহণ করতে আমরা আবেদন জানাচ্ছি :—

(১) সর্ব্বাত্মক হরতাল, (২) সর্ব্বপ্রকারের আনন্দানুষ্ঠান বর্জ্জন, (৩) স্বাধীনতা দিবসের সমস্ত উৎসব-সূচী বর্জ্জন, (৪) সর্ব্বপ্রকার আলোক-সজ্জা পরিহার, (৫) সর্ব্বত্র জনসভায় আসামের বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্যের সঙ্কল্প গ্রহণ এবং অপরাহ্ণে কলিকাতা ময়দানে কেন্দ্রীয় সমাবেশ। স্বাধীন ভারতের যে পতাকা উত্তোলন করবার জন্য লক্ষ লক্ষ বাঙালী আত্মদান করেছে, ফাঁসিকাষ্ঠে জীবন উৎসর্গ করেছে এবং বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করেও আজ বার বৎসর ধরে যে অসহনীয় জীবন যাপন করতে তারা বাধ্য হয়েছে তাতে আগামী ১৫ই আগষ্ট সাড়ম্বরে এই পতাকা উত্তোলন করার কোন আনন্দ ও আগ্রহ আজ বাঙালীর মনে নেই। তাই অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জাতীয় পতাকার প্রতি পূর্ণ মর্য্যাদা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেও আমরা দেশবাসীর নিকট উপরোক্ত কার্য্যসূচী উপস্থাপিত করছি। দেশবাসীকে অনুরোধ, আমাদের এই শোক দিবসের সঙ্কল্পকে সার্থক করে বাঙালীকে তাঁরা নবজাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করুন। পশ্চিম বঙ্গ পুনর্গঠন সংযুক্ত পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটী পশ্চিম বঙ্গের বাঙালী-অবাঙালী সমস্ত অধিবাসীর নিকট আবেদন করেছে যে, তাঁরাও যেন এই কর্ম্মসূচী গ্রহণ করে ভারতের অখণ্ডতার প্রতি সমর্থন জানান।

আসাম দিবসরূপে ১৫ই আগষ্ট পালন

জনসঙ্ঘ সম্পাদকের আবেদন

ভারতীয় জনসঙ্ঘের পশ্চিম বঙ্গ শাখার সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হরিপদ ভারতী নিম্নলিখিত বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য দিয়াছেন :—

আসামে বাঙালী নির্য্যাতন ও বিতাড়ন এবং উহার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের নিষ্ঠুর নিষ্ক্রিয়তা ও ঔদাসীন্যের প্রতিবাদকল্পে আগামী ১৫ই আগষ্ট "আসাম দিবস" প্রতিপালন করিবার জন্য আমি দেশবাসীর নিকট আবেদন জানাইতেছি। শোভাযাত্রা, প্রতিবাদ সভা প্রভৃতির উদ্যোগ আয়োজনের মাধ্যমে ঐদিন যেন লাঞ্ছিত বাংলার আন্তরিক ক্ষোভ প্রকাশের যথাযথ ও শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থা করা হয়। "পশ্চিম বঙ্গ জনসঙ্ঘের পক্ষ হইতে ঐদিন (১৫ই আগষ্ট সোমবার) একটি "আসাম সম্মেলন"ও আহ্বান করা হইয়াছে। বাংলা দেশের প্রতিটি নরনারীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।"

কংগ্রেসীরা কি গোয়েন্দা পুলিশ ?

(পত্রান্তর হইতে উদ্ধৃত)

স্থানীয় কংগ্রেসীরা কি শেষ পর্য্যন্ত মেহনতী মানুষের রুটির লড়াইকে স্তব্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য পুলিশ বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন ?—এই প্রশ্ন জিয়াগঞ্জ ও আজিমগঞ্জ সহরে অনেকের মনেই দেখা দেয় কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সাম্প্রতিক ধর্মঘটের সময়ে। সংবাদে প্রকাশ যে, সে সময় এখানকার কংগ্রেসী নেতা, উপনেতা ও তথাকথিত কর্মীদের প্রায় সকলকেই নাকি দেখা যায় গোয়েন্দা পুলিশের আশে-পাশে ও পরামর্শরত অবস্থায়। ধর্মঘটের প্রথম প্রথম দু'একদিন আজিমগঞ্জ রেল ষ্টেশনে ও রেলকলোনীতে ইহাদিগকে ঘুরাঘুরি করিতে নাকি অনেকে দেখেন। এখানে রেল কর্মীদের ধর্মঘট অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ হইলেও ২৯ জন কর্মচারী ও ৩ জন বাহিরের লোক ধৃত হন। সাসপেনশন অর্ডার পড়িয়াছে অনেকের উপরে। এই ধর্মঘটকে কেন্দ্র করিয়া কংগ্রেসীদের চিত্তবৃত্তির আরো যে সকল বৈলক্ষণ দেখা যায় তাহার একটি হইতেছে ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হওয়ার পর স্থানীয় কংগ্রেস নেতারা ধর্মঘটী কর্মচারীদের প্রতি সরকারী প্রতিশোধ মূলক ব্যবস্থার সমর্থন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—কোন কোন কংগ্রেসী নেতা ধর্মঘটী কর্মচারীদের উদ্দেশে 'কদলী' প্রদর্শন করিয়া সহরের প্রকাশ্য স্থানে পোষ্টারিং পর্য্যন্ত করেন।

জিয়াগঞ্জ সহরে কংগ্রেসের কর্মতৎপরতা ভোটের সময় ছাড়া বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু বাম-পন্থীরা দেশে গুরুতর কোন পরিস্থিতি দেখা দেওয়ার জন্য কখন কোন হরতাল বা ধর্মঘটের ডাক দিলে তাহা ভাঙ্গিবার অপচেষ্টায় এখানকার কংগ্রেসীদিগকে রীতিমত উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে দেখা যায়। স্থানীয় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে অতি সম্প্রতি আর একবার এরূপ অপচেষ্টা হয় ১৪ই জুলাইএর ধর্মঘটকে উপলক্ষ্য করিয়া। সেদিন স্থানীয় বামপন্থী দলসমূহ যুক্তভাবে আসামে বাঙালী নির্য্যাতনের নিন্দার এবং ভারত সরকারের শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী নীতির প্রতিবাদে জনমত প্রকাশের জন্য সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিলে কংগ্রেস নেতাদের অনেকে ধর্মঘটের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে বাহির হন কিন্তু এখানকার সর্বস্তরের মানুষ প্রতিবারের মত এবারও তাঁহাদের সে অপচেষ্টার সমুচিত জবাব দেন সফল সর্বাত্মক ধর্মঘট পালনের মধ্য দিয়া। সংবাদে প্রকাশ, পশ্চিম বাংলার পৌরকর্মী সংঘের বার্ষিক সম্মেলন যাহা ২৪ ও ২৫শে জুলাই জিয়াগঞ্জে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল তাহা অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হইলেও তৎসম্পর্কীয় বিজ্ঞপ্তি যথাসময়ে সংবাদপত্রে প্রচারিত না হওয়ায় এবং চিঠিপত্রাদির সাহায্যেও সংশ্লিষ্ট ইউনিটসমূহকে না জানাবার ফলে গত ২৪শে জুলাই সুদূর উত্তর বঙ্গের যেমন দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলার বহু সংখ্যক প্রতিনিধি এখানে আসিয়া পৌছেন এবং হতাশ ও ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যান। অনেকে ইহাকে চরম দায়িত্বহীনতার পরিচায়ক বলিয়া মনে করিতেছেন। প্রকাশ থাকে যে, স্থানীয় কংগ্রেসী নেতারা এই সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির কর্মকর্ত্তা, পরিচালক ও উপদেষ্টা।

ইহার প্রতিবাদ পাইলে আনন্দিত হইব।

[জং সং

নূতন মুন্সেফ

বহরমপুরের অন্যতম মোক্তার শ্রীহরিনারায়ণ ঘোষ হাজরা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র বহরমপুর বারের উকিল শ্রীশান্তিময় ঘোষ হাজরা পশ্চিম বঙ্গ সিভিল সার্ভিসে (জুডিসিয়াল) অবেক্ষাধীনভাবে মুন্সেফ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি বহরমপুর কোর্টে কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন।

খুড় শ্বশুরের অব্যাহতি

রঘুনাথগঞ্জ থানার মির্জাপুর গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক বৃদ্ধ শ্রীভবতারণ আচার্য্য মহাশয় তাঁহার ভাইঝি জামাই মির্জাপুর দ্বিজপদ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীরমাকান্ত আচার্য্য মহাশয়কে মারাত্মক অস্ত্র দ্বারা আঘাত করার অপরাধে দায়রা সোপর্দ্দ হন। গত ১৫ই জুলাই মুর্শিদাবাদের দায়রা জজ জুরীগণের সহিত একমত হইয়া ভবতারণ আচার্য্যকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিয়া বেকসুর খালাস দিয়াছেন।

কয়লার অভাব

কিছুদিন হইতে রঘুনাথগঞ্জ সহরে জ্বালানী কয়লার অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। কোন ডিলারের আড়তে কয়লা না থাকায় লোকে মহা-মুস্কিলে পড়িয়াছে। আহিরণের শ্রীবিজয়ভূষণ দাসের এক ওয়াগন কয়লা রঘুনাথগঞ্জে আনা হইয়াছে। ঐ কয়লা কার্ড প্রতি আধ মণ হিসাবে দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আধ মণ কয়লা লইতে জনসাধারণের কি পরিমাণ ঝামেলা হইতেছে তাহা কর্ত্তৃপক্ষ চিন্তা করিয়াছেন কি? মজুরকে মজুরী পুরো দিতে হইবে এবং আধ মণে গৃহস্থের কয় দিন চলিবে? দর লইয়া কর্ত্তৃপক্ষের সহিত মতদ্বৈধ হওয়ায় নাকি ডিলারগণ কয়লা আনান বন্ধ করিয়া-ছেন বলিয়া প্রকাশ। ইহা কতদূর সত্য তাহা কর্ত্তৃপক্ষই বলিতে পারেন।

ভেজাল দ্রব্য বিক্রয়ে অর্থদণ্ড

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর স্বাস্থ্য-পরিদর্শক মহাশয়ের অভিযোগক্রমে জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালতের বিচারক মহোদয় ভেজাল ঘৃত বিক্রয়ের অপরাধে গিরিয়া নিবাসী শ্রীজ্যোতিষ ঘোষকে ৩০৲ টাকা, ভেজাল দুগ্ধ বিক্রয়ের অপরাধে বালিঘাটা নিবাসী শ্রীনগেন্দ্র ঘোষকে ২০৲ টাকা, উক্ত গ্রামের শ্রীরবি ঘোষকে ২০৲ টাকা, নিস্তা নিবাসী শ্রীদুলুপদ ঘোষকে ২৫৲ টাকা এবং দেউলী নিবাসী শ্রীপশুপতি মাঝিকে ২৫৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

স্থলশুল্ক বিভাগের কার্য্য পর্য্যালোচনা

১৯৬০ সালের ১৫ই জুন সমাপ্ত পক্ষে স্থলশুল্ক বিভাগের কর্মচারিগণ বহুসংখ্যক চোরা কারবার ধরিয়াছেন। আটককৃত দ্রব্যাদির আনুমানিক মূল্য হইবে ১,৬২,৩৯৫ টাকা। তন্মধ্যে কতক মালের দাবিদার আছে এবং কতকগুলি বেওয়ারিশ। যে সকল মাল ধরা পড়িয়াছে তন্মধ্যে সুপারি, বিড়িপাতা, সৈন্ধব লবণ, অচলিত ও চীনা রৌপ্যমুদ্রা, ভারতীয় মুদ্রা ও বিবিধ দ্রব্যাদি।

—প্রেসনোট

তপসিলভুক্ত আদিবাসিগণের কল্যাণার্থ জলসরবরাহ পরিকল্পনা

রাজ্য সরকার চলতি আর্থিক বৎসরে নিম্নবর্ণিত জেলাগুলিতে তপসিলভুক্ত আদিবাসীদের কল্যাণ-মূলক জলসরবরাহ পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য নিম্নরূপ অর্থ মঞ্জুর করিয়াছেন। দার্জিলিং—৪০,০০০ টাকা, জলপাইগুড়ি—৫০৭৫ টাকা, পশ্চিম দিনাজপুর—৪০,০০০ টাকা, মুর্শিদাবাদ—২৯,৯০০ টাকা, নদীয়া—১০,০০০ টাকা, ২৪-পরগণা ৩৯,৭০০ টাকা, হুগলি—২২,৫০০ টাকা, বাঁকুড়া—৬০০০ টাকা, বীরভূম—২৫,২০০ টাকা।

—বেসরকারী নোট

কলিকাতার তিনটি সরকারী মেডিক্যাল কলেজে মহিলা প্রার্থীদের ভর্তির ব্যবস্থা

সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে ১৯৬১-৬২ সালে এম-বি-বি-এস পাঠ্যক্রমে ভর্তির জন্য কলিকাতার তিনটি সরকারী মেডিক্যাল কলেজের (মেডিক্যাল কলেজ, নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ এবং আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজ) প্রত্যেকটিতে ১৯৬০-৬১ শিক্ষাবর্ষে প্রাক-মেডিক্যাল পাঠ্যক্রমের যে চল্লিশটি আসন উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষোত্তীর্ণ প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত আছে, সেগুলিতে ছয়জন মহিলা প্রার্থীকে (জেলাওয়ারী আসনবরাদ্দ যেমনই হউক না কেন) ভর্তি করা চলিবে, এবং তাঁহাদের ক্ষেত্রে উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়াকেই ন্যূনতম যোগ্যতা হিসাবে গণ্য করা হইবে।

—প্রেসনোট

মনিগ্রাম চাঁদপাড়ায় বনমহোৎসব

গত ৫ই আগষ্ট শুক্রবার মনিগ্রাম চাঁদপাড়ায় বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে বনমহোৎসব উপলক্ষে এক সভা হয়। উক্ত সভায় মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক মহোদয় সভাপতির ও জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক মহোদয় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে দুইটী চারা রোপিত হয়। সভায় সভাপতি মহাশয়, প্রধান অতিথি মহাশয়, আদিবাসী কল্যাণ আধিকারিক, জঙ্গিপুরের মহকুমা প্রচারক ও স্থানীয় ভদ্র মহোদয়গণ বনমহোৎসবের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। জেলা শাসক মহোদয় উক্ত কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীকমলারঞ্জন প্রামাণিকের কার্য্যের প্রশংসা করেন।

সহানুভূতি

আসামের দাঙ্গা সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কোন নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণে রাজী হন নাই, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কোন কথাই কমিটির গণ্ডারের চামড়া ভেদ করিতে পারে নাই। আসামের গুণ্ডারা এবার আরো বুক ফুলাইয়া চলিতে থাকিলে কাহারো কিছু বলিবার নাই।

উলুবনে মুক্তা ছড়ান

শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ কাশীর এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাবই বর্ত্তমান জগতে শান্তি স্থাপনের উপায়। এ মূল্যবান কথাগুলি জয়প্রকাশজী আসামের গ্রামে গ্রামে গিয়া প্রচার করিলে কাজ হইত।

বসবাসের জন্য জমি বিক্রয়

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্গত ৫নং ওয়ার্ডে বাসুদেবপুর মৌজায় হাইরোডের উপর সিনেমা হাউসের সম্মুখে ১৪ কাঠা জমি বিক্রয় হইবে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকমলাকান্ত বড়াল
রঘুনাথগঞ্জ, কাপড় ও বাসনের দোকান।

ভারত সরকারের

প্রাইজ বণ্ড ১৯৬৫

কিনুন

নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে বিক্রয় হয়

ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, কলিকাতা

ভারতের ষ্টেট ব্যাঙ্কের শাখা সমূহ

ট্রেজারী ও সাব ট্রেজারী

সমস্ত পোষ্ট অফিস ও সাব পোষ্ট অফিস।

বণ্ডগুলি হ'ল বেয়ারার বণ্ড এবং ১৯৬৫ সালের ১লা এপ্রিল সেই পরিমাণ টাকাই ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এগুলিতে কোন সুদ পাওয়া যাবেনা তবে প্রতি তিনমাসে, পুরস্কারের জন্য এক এক লটে লটারী করা হবে। ১৯৬০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর প্রথম লটারী করা হবে। যে মাসে বণ্ড বিক্রী করা হবে তার দুই মাস পর প্রতিটি বণ্ডই প্রত্যেকটি লটারীতে স্থান পাবে। ভারত সরকারের তত্বাবধানে লটারী করা হবে। গেজেট অব ইণ্ডিয়া ও অন্যান্য সংবাদ পত্রে পুরস্কার প্রাপ্ত বণ্ডগুলির বিবরণ প্রকাশিত হবে।

প্রতি তিন মাসে পুরস্কার দেওয়া হয়

প্রতি এক লক্ষ ১০০ টাকার বণ্ডে	প্রতি ১০ লক্ষ ৫ টাকার বণ্ডে
২৫,০০০ টাকার একটি পুরস্কার	৭,৫০০ টাকার ১টি পুরস্কার
প্রতিটি ১০,০০০ টাকার ২টি পুরস্কার	প্রতিটি ২,৫০০ টাকার ২টি পুরস্কার
প্রতিটি ৫,০০০ টাকার ৫টি পুরস্কার	প্রতিটি ১,০০০ টাকার ১০টি পুরস্কার
প্রতিটি ১,০০০ টাকার ১২টি পুরস্কার	প্রতিটি ৫০০ টাকার ২০টি পুরস্কার
প্রতিটি ৫০০ টাকার ২০টি পুরস্কার	প্রতিটি ১০০ টাকার ২৫টি পুরস্কার
	প্রতিটি ৫০ টাকার ২২০টি পুরস্কার

নিকটবর্ত্তী বিক্রয় অফিস থেকে আরও বিবরণ পাওয়া যেতে পারে

WBG-40

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৫১১

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে এবং সুন্দর তৈয়ারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক 'সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৹ টাকা ও মাশুলাদি ১৵৹ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিণ্ট ও এন্লার্জ করা, সিনেমা শ্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দররূপে বাঁধান হয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।